গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সভার কার্যবিবরণী

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২/২০১৩/৮৮ তারিখঃ ৩০ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ Electronic Fiscal Device (EFD) তে বিক্রয় তথ্য এইচ.এস কোড ভিত্তিক সন্নিবেশ করা হবে কি-না এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ আবদুল মান্নান শিকদার
সদস্য (মূসক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সভার তারিখঃ ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ (বিকাল ০৩.০০ টা)

সভার স্থানঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক নীতি) এর অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-৫৪৪)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক নীতি) আবদুল মান্নান শিকদার এর সভাপতিত্বে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কক্ষ নং-৫৪৪ এ Electronic Fiscal Device (EFD) তে বিক্রয় তথ্য এইচ.এস কোড ভিত্তিক সন্নিবেশ করা হবে কি-না এ বিষয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **সংলাগ-ক** তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক জনাব সৈয়দ মুসফিকুর রহমান কে সভার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সভাকে অবহিত করতে অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি জানান যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্রয়কৃত ইএফডি মেশিনে পণ্য সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আইটেম কোড, এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, বিক্রয়মূল্য, স্টকসহ কি কি তথ্য সন্নিবেশিত থাকা বাঞ্ছণীয় সেটি চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যেকোন খুচরা বিক্রেতার Point of Sales (POS) System এ প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়যোগ্য পণ্যসমূহের ইনভেন্ট্রি কোড ভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়। কারণ কোড ব্যতীত সিস্টেমে পণ্যের তথ্য সংরক্ষণের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেই। এসব কোডের বিপরীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূসক ও সম্পূরক শুল্কের হার সিস্টেমে সন্নিবেশিত থাকে যা ইনভয়েস ইস্যুর সময়ে সহজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়। এতে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যসমূহের বিক্রয় হিসাব করতে সুবিধা হয়, যেমন: সুপারশপসমূহের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। ফলে ইএফডিতে যেকোন পণ্য/সেবার আইটেম কোড থাকা প্রয়োজন। তবে, পণ্যের এইচ.এস কোড সরাসরি ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদান না করলেও চলবে। এ বিষয়ে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের বর্তমান প্রকল্প পরিচালকও একমত পোষণ করেন। এ সময় প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক মহোদয় জানান যে, সুপারশপসমূহে ইএফডি নয় বরং এসডিসি ব্যবহৃত হবে।

০৩। সভার এ পর্যায়ে, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) জানান যে, সুপারশপসমূহ সাধারণত নিজেরা হিসাব সংরক্ষণ করে। কিন্তু সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাস্তবতার নিরিখে পণ্যের এইচ.এস. কোডসহ আইটেম কোড প্রদান কতটা বাস্তবসম্মত এবং তা ইএফডি মেশিন স্থাপনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা বা জটিলতা তৈরি করবে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

০৪। এ পর্যায়ে, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর সাথে সহমত পোষণ করে জানান যে, বাস্তবায়নগত জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে পাইলটিং পর্যায়ে যে ১০০ (একশত) প্রতিষ্ঠানকে ইএফডি স্থাপনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের মতামত গ্রহণ করে ইএফডিতে কি কি তথ্য সন্নিবেশ করা প্রয়োজন সেটি নিশ্চিত করা দরকার। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব) ও (পশ্চিম) এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

০৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (মূসক নীতি) জানান যে, H.S. Code ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করা হলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজ হতো এবং ভবিষ্যতে তা অডিট সম্পাদনে ভূমিকা রাখতো। তবে স্বল্প সময়ে যেহেতু মেশিনটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর তাগিদ রয়েছে তাই H.S. Code এর অপশন বহাল রেখে বাণিজ্যিক কোডভিত্তিক পণ্য ও সেবার বিন্যাস করে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তিনি সভায় আরো বলেন যে, EFD নতুন কোন মেশিন নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে এর ব্যবহার রয়েছে। যেহেতু ভেন্ডর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে EFD সংস্থাপন করেছে সেহেতু অন্যান্য দেশে তথ্য কিভাবে সংরক্ষণ করে তা যদি ভেন্ডর প্রদর্শন করতে পারত তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হতো। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কোনরূপ নমুনা প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি।

০৬। সভাপতি মহোদয় এ পর্যায়ে ইএফডি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের চীফ কো-অর্ডিনেটর জনাব এম এ মুবিন খান এবং তার টেকনিক্যাল টিমকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তদ্প্রেক্ষিতে তারা জানান যে, মাঠ পর্যায়ে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ ইএফডি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের নানাবিধ বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে ইএফডিতে কি ধরনের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে তা নির্ধারণ করা জরুরি। কেননা, পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করতে বলা হলে তা বাস্তবায়নগত জটিলতা তৈরি করবে। তাই, আইটেম কোড, এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, বিক্রয়মূল্য, স্টক সহ কি কি তথ্য সন্নিবেশিত থাকা প্রয়োজন সেটি প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারিত না হলে পরবর্তীতে জটিলতা তৈরি হবে। টেকনিক্যাল টিমের সদস্যগণ জানান যে, এক্সেল ফরম্যাটে ইনভেন্ট্রি তথ্য ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সংগ্রহ করা গেলে আইটেম কোড, এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, বিক্রয়মূল্য, স্টক ইত্যাদি তথ্য ইএফডিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

০৭। এ পর্যায়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিস্টেম ম্যানেজার সকল কমিশনারগণের মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে জানান যে, ইএফডি সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৯/মূসক/২০১৯, তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী, সেবার আইটেম ক্যাটাগরি ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত: উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও ব্যবসায়ীদের জন্য ইএফডি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এ সকল ক্ষেত্রে মূসকের হার নির্ধারিত রয়েছে। তবে, সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য হলেও সেটি আলাদাভাবে সিস্টেমে ব্যবস্থিত করতে হবে। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, ইএফডি মেশিনে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নং, আইটেম ক্যাটাগরি, আইটেম কোড (SKU), পণ্য/সেবার বিবরণ, বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্য অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও, ভবিষ্যতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য এইচ.এস কোড সহ ইনভেন্টরি তথ্য যাতে এন্ট্রি করা যায় সে ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

০৮। সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রযোজ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) প্রবর্তন করছেন। সুতরাং এ পদ্ধতিতে চালানের যথার্থতা নিরূপণ করার পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও মূসক কর্তৃপক্ষ যাতে হিসাব প্রণয়ন ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছণীয়। এক্ষেত্রে ভেন্ডর, আইটি টীম ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। নীতিগত সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে নীতি শাখা হতে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

০৯। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ইএফডি মেশিনে এইচ.এস কোড ভিত্তিক পণ্যের হিসাব আপাতত সংরক্ষণ করা না হলেও পণ্য/সেবার আইটেম কোড ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে, এইচ.এস কোড ও সেবা কোডের অপশন থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী ইনপুট দেয়া যায়; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য ইএফডিতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি অনুবিভাগ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১০। সভায় অন্যকোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
[ড. আবদুল মান্নান শিকদার]
সদস্য (মূসক নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১১.০০৫.১২/২০১৩/৮৮(১৩৫) তারিখঃ ৩০ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণঃ প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-২। সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/(মূসক নীরিক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৩-১৪। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর/ যশোর/ সিলেট/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প, আইডিইবি ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
১৬। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে আপলোডকরণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৭। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোঃ তারেক হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)